নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

অপরাধ ছাড়ুন, নয়তো এলাকা ছাড়ুন- নাটোরের পুলিশ সুপার

পাঁচ জেলায় ৬৫০ পুলিশ সদস্যের সাঁড়াশি অভিযান, পদ্মার চরসহ বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার- ১৩

নিজস্ব প্রতিবেদক প্রকাশ: ১৭ অক্টোবর ২০২৬ ২ মিনিট পাঠ



অপরাধ দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলায় একযোগে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। শুক্রবার (৯ অক্টোবর) ভোর থেকে পরিচালিত এ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তাররা হল- আশিষ লাল ভৌমিক (৩৫), কামরুল সরদার (৩৫), সুজন ইসলাম (৩০) জুয়েল রানা (৪৪), আকাশ হোসেন (২২), লিখন আহম্মেদ (১৬), নয়ন (৩৬), শাহ আলম (৪৫), মোস্তফা কামাল (৩৫), আজাহার আলী (৫০), পলাশ ইসলাম (২৫), সম্রাট আলী (২৪) ও শাকিল হোসেন (৩৮)। তাঁরা উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। লালপুর থানা পুলিশের তথ্য মতে, গ্রেপ্তার

ব্যক্তিদের মধ্যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ৪ জন, মোবাইল প্রতারণা ও হ্যাকিং-সংক্রান্ত মামলার ২জন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলার ১জন এবং পেনাল কোডের মামলার ৩জন রয়েছেন। এ ছাড়া ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫১ ধারায় আরও ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে নাটোরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরীফুল হক বলেছেন, অপরাধ ছাড়ুন, নয়তো এলাকা ছাড়ুন। অপরাধের সঙ্গে জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। শুক্রবার দুপুরে নাটোর জেলা পুলিশের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ অভিযান ও গ্রেপ্তারের এ তথ্য জানানো হয়। পুলিশ সুপার বলেন, পদ্মা নদীর চরাঞ্চলে অবৈধ বালুমহালকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়। শুধু নাটোরের লালপুরের চরাঞ্চলেই নয়, রাজশাহীর বাঘা, পাবনার ঈশ্বরদী, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর ও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাতেও পদ্মার চরকেন্দ্রিক বালুমহালসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এসব অপরাধ দমন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পাঁচ জেলায় পৃথকভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অপরাধপ্রবণতা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের উদ্দেশে পুলিশ সুপার বলেন, যারা অপরাধের সঙ্গে জড়িত এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে তৎপর, তাদের হয় অপরাধ ছাড়তে হবে, নয়তো এলাকা ছাড়তে হবে। অপরাধের সঙ্গে জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং অপরাধ দমনে পুলিশের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি। পুলিশ জানায়, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মো. আশিক সাঈদ, পিপিএমের সার্বিক তত্ত্বাবধান, দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে এবং নাটোরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরীফুল হকের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে এ অভিযান পরিচালিত হয়। পাঁচ জেলার অভিযানে পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ (ওসি) প্রায় ৬৫০ জন পুলিশ সদস্য অংশ নেন। নাটোর জেলার শতাধিক পুলিশ সদস্য লালপুর থানা এলাকায় অভিযানে অংশ নেন। অভিযানে নেতৃত্ব দেন নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ইফতে খায়ের আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বড়াইগ্রাম সার্কেল) শোভন চন্দ্র হোড়, লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম এবং পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ইব্রাহীম খলিল। অভিযানের অংশ হিসেবে লালপুর থানা এলাকার পদ্মা নদীর চরাঞ্চলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালায়। এসব অভিযানে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, নিয়মিত মামলা ও অন্যান্য অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।